একটি স্মরণীয় ঘটনা যা বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে প্যারিসের জনগণের রাজনৈতিক বোঝাপড়া নিষ্পন্ন করেছিল। ১৪ জুলাই ছিল প্যারিসের জনগণের বিজয়ের প্রতীক যার রাজনৈতিক আশা উদ্দীপনা বুর্জোয়া শ্রেণি নিয়ন্ত্রিত জাতীয় সভা অনেকটা অর্জন করেছিল। এক কথায় বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে তৃতীয় এস্টেটের অন্যান্য শরিকের জঙ্গী মনোভাব সংবিধান সভার পুনর্গঠন মূলক কর্মসূচিকে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

বিপ্লবের সূচনা থেকে ১৭৯১ সালের ২ এপ্রিল মিরাবোর-মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হিসাবে ২৩ জুন এস্টেটস জেনারেলের অধিবেশনকে জাতীয় মহাসভায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেরাবোর জীবনের সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি এই যে, তিনি না পেরেছিলেন তৃতীয় এস্টেটের পূর্ণ আনুগত্য অর্জন করতে, না পেরেছিলেন রাজতন্ত্রে আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে। সংবিধান সভায় রাজতন্ত্রের স্বার্থ সংরক্ষণের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাজতন্ত্রকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। মৃত্যুর আগে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ফরাসি বিপ্লবের বিস্ফোরক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে ষোড়শ লুইকে সংযত করলেও উগ্র বামপন্থী দাবি-দাওয়ার ফলে আদর্শগত সংঘাত সম্পূর্ণভাবে এড়ানো সম্ভব ছিল না। এই সংঘাতের ফলে ইউরোপীয় যুদ্ধ শুরু হয় ও রাজতন্ত্রের অনিবার্য পতনকে ত্বরান্বিত করে এবং ফ্রান্সের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

১(খ).৬ সংবিধান সভার কার্যাবলী (আগস্ট ১৭৮৯ সেপ্টেম্বর ১৭৯১)

পুরাতন ব্যবস্থার অবসান ও তার বিকল্প হিসাবে নতুন সংবিধান রচনার যে প্রতিজ্ঞা ও শপথ ১৭৮৯ সালে জুন মাসে টেনিস খেলার মাঠে তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিরা করেছিলেন তার রূপায়ণ সম্ভব হয় ৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৯১। সংবিধান সভার কার্যাবলী বিশ্লেষণের পূর্বে এই সভার গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। প্রথমত, সংবিধান সভার সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি—পেশায় আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও প্রাক্তন সরকারি কর্মচারীরাই এই সভার মূল চালিকাশক্তি। তবে তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ৫০ জন অভিজাত, ৪০ জন বিসপ ও ২০০ জন নিম্নবর্গীয় যাজক এই সভার কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সংবিধান সভার সদস্যদের মধ্যে অনেকেই সমকালীন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর আদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তবে তারা ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়। তারা মূলত শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার দিকে নজর দিতে গিয়ে দার্শনিকদের ভাবধারার বাস্তব রূপায়ণ করতে সক্ষম হননি।

সংবিধান সভার প্রাথমিক কর্মসূচি ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার সম্বলিত ঘোষণাপত্র। সংবিধান সভার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসবে স্বৈরাচারী বুরবোঁ রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক ক্ষমতার নীতিকে খর্ব করে রাজার নিরুঙ্কুশ প্রশাসনিক ক্ষমতা লুপ্ত করে। অতঃপর ফ্রান্সের রাজার উপাধি হয়, "ফরাসি জাতির রাজা"। রাজার যথেচ্ছ অর্থব্যয়ের ক্ষমতা সংকুচিত করে নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য ২৫ মিলিয়ন লিভর তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। জনগণের অনুমতি ছাড়া তিনি কর ধার্য করতে পারবেন না। এছাড়া রাজার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ আইন সভার উপর অর্পণ করা হয়। কারণ কোনো আইন পর পর তিনবার অনুমোদিত হলে রাজার সম্মতি ছাড়াই আইনে পরিণত হবে। এছাড়া বিচার ব্যবস্থা ও প্রাদেশিক কর্মচারীর উপরও রাজার নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা হয়। আইন সভা, রাজকীয় প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে যে ক্ষমতার বিভাজন করা হয়েছিল তা কার্যত রাজার প্রশাসনিক ক্ষমতাকে পঙ্গু করে। দেশে সার্বভৌম অধিকার আইন সভার উপর বর্তায়। ফলে বিপ্লবের পরবর্তী যুগে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থার উপর রাজার নিয়ন্ত্রণের অভাবে দেশে ব্যাপক

প্রশাসনিক নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া সংবিধানের প্রধান ত্রুটি হল ফ্রান্সের নাগরিকদের সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ভোটের অধিকার লাভ করে সক্রিয় নাগরিক যারা করদানে সক্ষম ছিল। নিষ্ক্রিয় নাগরিক অথবা দরিদ্রের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। আইনসভার ৭৪৫ জন সদস্য নির্বাচিত হতেন সক্রিয় নাগরিকদের প্রাথমিক পর্যায়ে ভোটের মাধ্যমে। ৫০ হাজার নির্বাচক চূড়ান্তভাবে আইন সভার সদস্যদের নির্বাচিত করতেন ফলে সংবিধান সভার প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার মুষ্টিমেয় নাগরিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সংবিধানের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সুষ্ঠু বোঝাপড়ার অভাব ছিল।

ফ্রান্সে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে ৮৩টি ডিপার্টমেন্ট বা ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। ১৭৮৭ সালে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন যেভাবে রূপায়িত হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করেই এ্যাবেসিয়েস ৮৩টি ডিপার্টমেন্ট কয়েকটি জেলা ও তার পরবর্তী ধাপে গ্রাম ও কম্যুন-এ বিভক্ত করেন। পুরাতন ইনটেন্ডডেন্ট প্রথা ও প্রাদেশিক সভা লোপ করা হয়। এর স্থলে প্রদেশ জেলা ও গ্রাম অথবা ক্যান্টন প্রতি স্তরে নির্বাচিত শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া একটি নির্বাচিত শান পরিষদেরও ব্যবস্থা করা হয়।

সংবিধান সভা প্রাক্ বিপ্লবী বিচারব্যবস্থা সংস্কারের জন্য ৯ অক্টোবর অপরাধীদের অত্যাচার ও সর্বশেষে তার প্রাণদণ্ড দেওয়ার শাস্তিও লোপ করা হয়। ১৭৮৯ সালে ১ ডিসেম্বর বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠনের সব চেয়ে মৌলিক পদক্ষেপ আইন ও প্রশাসনের এক্তিয়ার থেকে মুক্ত করে বিচারালয়কে স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ সরকারি দপ্তরে পরিণত করা হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারকদের নিয়োগ করা হয় এবং বিচারালয় সরকারি দপ্তরে পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক কর্মসূচি রূপায়ণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ফ্রান্স সামন্ততন্ত্র সম্পূর্ণভাবে লোপ করা হয়েছিল। সংবিধান সভা পূর্বতন সিদ্ধান্তকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়ে ভূমিদাস প্রথা, বেগারপ্রথা, সামন্ত কর, বর্গাপ্রথা, ধর্মকর অভিজাতদের বিশেষ অধিকার ও বৈষম্যমূলক আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্কপ্রথার অবসান করে। পুরাতন ব্যবস্থার সার্বিক ধ্বংসসাধন ও নতুন গণতান্ত্রিক রাজস্ব নীতির প্রণয়নে সংবিধান সভার ইতিবাচক ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পুরাতন ব্যবস্থার ধ্বংস সাধনের ফলে প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসম্পদ সংগ্রহে নতুন কর ধার্য করার প্রয়োজন দেখা দেয়। দেশের অর্থনৈতিক সংকট দূর করার জন্য বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা বিলোপ করে ক্যাথলিক চার্চের বিপুল ভূসম্পদের জাতীয়করণের মাধ্যমে ১৭৭৯ সালের নভেম্বর মাসে অ্যাসাইনা (Assignat) নামক এক প্রতীকী মুদ্রা চালু করা হয়। বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উত্থান পতনের জন্য দ্রুত কাগজের নোট ছাড়া হয়। অপরিমিত নোট ছাপানোর ফলে যে অ্যাসাইনা তার মূল্য হারায় এবং দেশে এক মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। বুর্জোয়া শ্রেণির অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ক্ষতিকর অভ্যন্তরীণ শুল্ক বিলোপ করে। ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার প্রত্যাহার করে। সংবিধান সভা শ্রমিক শ্রেণির ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার লাশেপালিয়ার (Le chapclier) আইন বিধির দ্বারা হরণ করে। সংবিধান সভা মধ্যবিত্ত শ্রেণির একচেটিয়া অধিকার রক্ষায় যতটা উদ্যোগী ছিল শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ততটা ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

সর্বশেষে সংবিধান সভা ফ্রান্সের ধর্ম বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য Civil Constitution of the Clergy–নামে এক আইন পাশ করে। ফরাসি জাতীয় গীর্জার নাম ছিল গ্যালিকান চার্চ। ক্যাথলিক রোমান চার্চের অঙ্গ হিসাবে এটি রোমের পোপের নিয়ন্ত্রণ অধীন ছিল। বিশপরাও পোপের নির্দেশে নিযুক্ত হত। কিন্তু নতুন আইনে পোপের নিয়ন্ত্রণ একেবারে লোপ করে একে জাতীয়করণ করা হয়। পোপের ক্ষমতা খণ্ডিত করে ধর্মযাজকদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে সংবিধান সভা ফ্রান্সের গ্যালিকান চার্চকে সম্পূর্ণভাবে সরকারি বিভাগে রূপান্তরিত করে।

সংবিধান সভা পুরাতন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে রাজার স্বৈরশাসনের ক্ষমতা খর্ব করে, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্য প্রবর্তন করে ফরাসি বিপ্লবের যুগান্তকারী পরিবর্তনের ইতিহাসে এই সংস্কার কর্মসূচি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। অবশ্য রক্ষণশীল ঐতিহাসিক মাঁদেলার মতে, সংবিধান সভা ফ্রান্সের মৌলিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে এবং প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার সূচনা করে। ফলে ফ্রান্সের স্থিতিশীলতাকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সম্ভবত তার অতিরঞ্জিত মন্তব্যের মধ্যে কিছুটা সারবত্তা স্বীকার করে নিয়ে বলা যায় যে, রাজার প্রশাসনিক ক্ষমতা খর্ব করে সংবিধান সভা যে প্রশাসন প্রবর্তন করেছিল তা প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। লেফেভরের মতে, ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে মধ্যবিত্ত শ্রেণি যে, বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের পথ প্রস্তুত করেছিল তা জ্যাকোবিন তথা নেপোলিয়নের প্রশাসনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ১৭৮৯-৯১ সংবিধান সভার কার্যাবলীর মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণিসূলভ যে কর্মসূচির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। ঊনবিংশ শতকের বৈপ্লবিক উত্থান-পতনের পথ অতিক্রম করে ফরাসি ঐতিহ্যের স্থায়ী রূপে পর্যবসিত হয়েছিল।

১(খ).৭ রাজতন্ত্রের পতন-(আইন সভা ১ অক্টোবর, ১৭৯১-২০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯২)

ষোড়শ লুই ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৭৯১ সালের সংবিধান অনুমোদন বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। তিনি জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য আবেদন করেছিলেন। আইনসভার অধিকাংশ সদস্য বিপ্লবের দিন সমাপ্তির আশায় বেশ বিহ্বল ছিলেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই এই আশা দুরাশায় পরিণতি হল। সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছিল এবং ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। রাজা শুধু সিংহাসনই হারাননি, তাকে শেষ পর্যন্ত গিলোটিনে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

১৭৯১ সালের ১ অক্টোবর আইনসভার প্রথম অধিবেশনেই এর দুর্বলতার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। প্রথমত, সংবিধান সভায় অভিজ্ঞ সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে আইনসভায় অংশগ্রহণ করবেন না। ফলে আইনসভার মনোনীত সদস্যদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাবে সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দ্বিতীয়ত, আইনসভায় নির্বাচন এক সংখ্যালঘু নাগরিকদের ভোটে সম্পন্ন হওয়ায় ইহাকে জাতীয় সভার মর্যাদা দিতে অনেকে কুণ্ঠিত ছিলেন। আইনসভার মোট ৭৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ২৬৪ জন ছিলেন ফিউল্যান্ট (Feuillant) দলভুক্ত। এই দলের প্রভাবশালী নেতা বার্নেভ (Barnev), ল্যামেথ (Lemeth) ডুপোর্ট (Duport) ও বেইলি (Bailly) ইত্যাদি সংবিধান সভার সদস্য হওয়ায় আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাননি। আইনসভার আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর অধিকাংশ সদস্যই জিরন্ড (Girond) নামক প্রদেশের অধিবাসী হিসেবে এরা জিরন্ডিস্ট নামে পরিচিত ছিল। এই গোষ্ঠীটির অত্যন্ত প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় নেতা ব্রিসো (Brissot) নাম অনুসারে তাদের বলা হত ব্রিসোপন্থী। এদের সঙ্গে ধনী বুর্জোয়াদের অর্থাৎ ব্যাংকার, জাহাজের মালিক ও বড়ো ব্যাবসাদারদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আইনসভায় ব্রিসোর অনুগামীরা যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন এবং এদের সংখ্যা ছিল ৩৪৫ জন সদস্য। তবে বামপন্থীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে চরমপন্থী ছিলেন তারা আইনসভার উপরের আসনগুলিতে বসতেন বলে পরিহাস ছলে তাদেরকে 'মাউন্টেন' আখ্যা দেওযা হত। আইনসভার এদের সংখ্যা ছিল ২৩৬ জন। জ্যাকোবিন ও কডেলিয়ার্স ক্লাবে নিম্নবর্গীয় বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করতেন বলে এরা পরবর্তীকালে জ্যাকোবিন নামে পরিচিত হন।

১৯৯২ খ্রিঃ-র ২০ জুন দক্ষিণপন্থী ফিউল্যান্ট ও বামপন্থী জিরোন্ডিস্ট জ্যাকোবিনদের মধ্যে কতকগুলি রাজনৈতিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিরোধ ঘনীভূত হয়। দেশত্যাগী অভিজাত শ্রেণি ও যাজক গোষ্ঠীর ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে অপ-প্রচারের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের নীতি ষোড়শ লুই ভেটো প্রয়োগ করে বানচাল করে দেন। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে

যুদ্ধ ঘোষণার জন্য ব্রিসোপন্থীদের উদ্যোগ জ্যাকোবিনদের আপত্তি সত্ত্বেও কার্যকর করা হয়। কিন্তু যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রাথমিক বিপর্যয়ের পিছনে রাজারানী গোপনে সাহায্য করেছিলেন বলে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হল। ২০ জুন, ১৭৮৯ সালে ৮০০০ মানুষের উচ্ছৃঙ্খল এক জনতা যোড়শ লুইয়ের তুইলারি রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করল। জিরোন্ডিস্ট দল রাজতন্ত্রের বিলোপ চায়নি। কিন্তু সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যর্থ হল। অবশেষে ১৭৯২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর রাজতন্ত্রের পতন ঘটল এবং সেই সঙ্গে আইনসভার সমাপ্তি হল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যোড়শ লুই ২১ জুন ১৭৯১ সালে ফরাসী সীমান্তে ভ্যারেনের নিকট দেশত্যাগের চেষ্টায় পলায়নের সঙ্গে সহেগ রাজতন্ত্রের মৃত্যু হয়। বছর খানেক পরে প্যারিসে এর সমাধি দেওয়া হয়। এতদিন পর্যন্ত অভিজাত শ্রেণি ফ্রান্সের ভিতর ও বাইরে থেকে ফরাসি বিপ্লব ধ্বংস করার যে চক্রান্ত করছিল, রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের ফলে তা ব্যর্থ হয়ে গেল। প্রসঙ্গত, আইনসভায় অন্যতম বৃহৎ দল হিসাবে জিরোন্ডিস্ট গোষ্ঠীর জনপ্রিয়তা হ্রাসের প্রধান কারণ হল, এই দলের নেতা ফ্রান্সের সাকুঁলোৎদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করার ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য দেখিয়েছিল, এর ফলেই বিরোধী জ্যাকোবিন গোষ্ঠীর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১(খ).৮ বিপ্লব ও যুদ্ধ

ফরাসি বিপ্লবের সূচনায় ইউরোপ সম্পর্কে বিপ্লবীরা নিস্পৃহ ছিল। সুতরাং বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে ইউরোপের সংঘর্ষে সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ১৭৯২ সালে ২০ এপ্রিল আইনসভা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে বিপ্লব ও যুদ্ধ সমান্তরাল গতিতে চলতে থাকে। এই ইউরোপীয় যুদ্ধ বিপ্লবের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিপ্লবকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন ইঙ্গিত করেছেন যে, বৈপ্লবিক ভাবধারার দুরন্ত প্রভাব ইউরোপীয় রাজতন্ত্রের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ ও জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকারের ঘোষণা স্বভাবতই পুরাতন ব্যবস্থার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। তবে বিপ্লবকালীন ইউরোপীয় যুদ্ধের উৎস ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জটিল আবর্তের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে। রাজা ও রানীর রাজপ্রাসাদ থেকে পলায়নের চেষ্টা ব্যর্থ হলে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গকে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য ফরাসি রানী মেরী অ্যানটয়োনেট আহ্বান জানিয়েছিল। দেশত্যাগী অভিজাত গোষ্ঠীর বিপ্লব বিরোধী কার্যকলাপের জন্যই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। রানীর হঠকারিতা বা দেশত্যাগীদের ষড়যন্ত্র ছাড়াও জিরেন্ডিস্টদের যুদ্ধং দেহী মনোভাব ও ইউরোপে বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের কর্মসূচি যুদ্ধের মানসিক বাতাবরণ প্রস্তুত করেছিল। জ্যাকোবিন নেতা রোবস্পিয়ার ইউরোপীয় যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন।

বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে ইউরোপের কেন যুদ্ধ বেধেছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বিপ্লবীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ভাবাবেগকে গুরুত্ব দিয়েছেন আবার কেউ বা দায়ী করেছেন ইউরোপের রাজন্যবর্গের বিপ্লবভীতি ও আশঙ্কাকে। সোরেল, সাইবেল ও জরেস প্রভৃতি ঐতিহাসিক জিরোন্ডিস্টদের ভাবাবেগ ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবকেই দায়ী করেছেন। অপরদিকে ক্ল্যাপহাম, হানস, প্লাগাউ প্রমুখ ঐতিহাসিক অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার কূটনৈতিক হস্তক্ষেপকেই বিশেষ জোর দিয়েছেন। তবে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্ব ফ্রান্সের পক্ষে শুভ হয়নি। যুদ্ধে প্রথমপর্বে ফ্রান্সের পরাজয় রাজতন্ত্র ও জিরোন্ডিস্ট গোষ্ঠীর পক্ষে পতন অনিবার্য করে তোলে। ইতিমধ্যে ফ্রান্স ভামির যুদ্ধে জয়লাভ করে ও স্যভয় নীস অধিকার করে এবং বেলজিয়াম অভিযানে অগ্রসর হয়। ফ্রান্সের আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধ ক্রমশ আগ্রাসী যুদ্ধের রূপ নিতে থাকে। বিপ্লব ও যুদ্ধের সংমিশ্রণ এই ইউরোপীয় যুদ্ধকে নতুন ও পুরাতন ব্যবস্থায় আদর্শগত সংঘাত হিসাবে এক নতুন মাত্রা দান

করে। যার অনিবার্য ফল হল জাতীয় কনভেনশন এক চরম সন্ধিক্ষণে, একাধারে বিপ্লব ও ইউরোপীয় যুদ্ধের সমস্যায় লিপ্ত হয়।

১(খ).৯ জাতীয় কনভেনশন : সন্ত্রাসের রাজত্ব (১৭৯২-৯৫)

১৭৯২ খ্রিঃ রাজতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে প্রথম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব বলে আখ্যা দিলেও এক্ষেত্রে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহের অভাব ও দেশ ও বিদেশে প্রতিবিপ্লবী শক্তির আবির্ভাব পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় কনভেনশন গণভোটের ভিত্তিতে নির্বাচনের অঙ্গীকার করলেও গণভোট চালু করা হয়নি। ১৭৯৩ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত সাঁকুলোৎ শ্রেণির ভোটাধিকার ছিল না। জ্যাকোবিনরা অবশ্য আংশিকভাবে তাদের স্বার্থ দেখলেও তাদের স্বার্থ কখনই রক্ষিত হত না। সুতরাং জাতীয় কনভেনশনকে প্রকৃতপক্ষে ফরাসি জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

জাতীয় কনভেনশন প্রথনে ফ্রান্সকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে। গণভোট ও জনগণের সার্বভৌম অধিকারকে স্বীকৃতি জানালেও জাতীয় কনভেনশন বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থকে খর্ব করতে সচেষ্ট হয়নি। জাতীয় কনভেনশন নতুন সংবিধানে জীবন ও সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দিলে বুর্জোয়া শ্রেণি তুষ্ট হয়। ঐতিহাসিক লেফেডার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, বিপ্লবের ফলে সম্পত্তি নয় কেবল বিশেষ অধিকার ধ্বংস হয়। জাতীয় কনভেনশন দ্বিতীয় বিপ্লবী সংবিধান ১৭৯৩ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে রচিত হলেও ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ সংকট ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে প্রথম কোয়ালিশনের নেতৃত্বে ফ্রান্স অভিযান এই দ্বিবিধ সংকটের বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিপ্লবী সংবিধানকে মুলতুবি রাখা হয়। ফ্রান্সের এই চরম সংকট মুহূর্তে জিরেন্ডিস্ট দলের দুর্বল নীতি ও ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য সমস্যার ফলে ধীরে ধীরে ১৭৯৩ সালের জুলাই মাসে জ্যাকোবিন দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় কনভেনশনে জ্যাকোবিনরা ছিল সংখ্যালঘু। প্রাথমিক পর্বে জিরোন্ডিস্টদের প্রভাব ছিল অনেক বেশি ও নরমপন্থীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তারা সরকারি শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণে আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু জিরন্ডিস্টদের প্রভাব প্যারিস মহানগরীর দরিদ্র সাঁকুলোৎ গোষ্ঠীর ওপর প্রায় ছিল না বললেই হয়। এই সাঁকুলোৎ গোষ্ঠী প্যারিসের রাজনৈতিক ঘাটির মূল শক্তি কেন্দ্র সেকশনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত। ফলে জিরোন্ডিস্ট মন্ত্রীসভা বৈদেশিক ক্ষেত্রে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ প্রসার করার জন্য ইউরোপীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ১৭৯৩ সালের মে মাস থেকে আগস্ট মাসে জিরোন্ডিস্ট রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় ফ্রান্সে ৮৩টি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ৬০টি ডিপার্টমেন্টে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য এক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে। গোঁড়া ক্যাথলিক যাজকেরা পোপের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য এই প্রতিবিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেয়। এই সময় ফ্রান্সের ব্রিটানী প্রদেরে লা-ভেন্ডিতে রাজতন্ত্র ও ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য এক শক্তিশালী কৃষক অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া যৌথ অভিযানে ও পরবর্তীকালে প্রথম ইউরোপীয় কোয়ালিশনের আক্রমণে ফ্রান্সের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

জাতীয় কনভেনশনে জ্যাকোবিন নেতারা এই দারুণ সংকটে এক আপৎকালীন শাসন ব্যবস্থা হিসাবে দেশের বিপ্লবী সংবিধানকে মুলতুবি রেখে জননিরাপত্তা সমিতি (Committee of public Safety) নামক ১২ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সংস্থার হাতে ফ্রান্সের প্রধ্যু প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করে। সন্ত্রাসের শাসনের চরম সংকটকালে ১৭৯৩-৯৪ সালে এই সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী পরিষদের ১২ জন সদস্যের নামের তালিকা দেওয়া হল :

(১) হিরোয়া দ্য সেসেয়া (Herault de Sechelles)

(২) বার্ট্রান্ড ব্যারার (Bertrand Barere)

(৩) রবার্ট লিন্ডে (Robert Lindet)

(৪) প্রায়র অব মার্নে (Prieur of the Marne)

(৫) প্রায়র অব কোতে দ্য'র (Prieur of the Cote d' or)

(৬) জ্যাবো সাঁ আঁদ্রে (Jeanbon Saint-Andre)

(৭) ল্যাজরে কার্ণো (Collot d' Herbois)

(৮) কোলেৎ দ্যারবোয়া (Collot d' Herbois)

(৯) বিলুৎ ভ্যারেনে (Billaud Varene)

(১০) জার্জে কুঁতো (Georges couthon)

(১১) লুই আতোয়ান সাঁ জুস্ত (Louis Antonie Saint just)

(১২) ম্যাকসিমিলিয়ান রোবসপিয়ার (Mamilien Robspierre)

এই সমিতির সদস্যরা প্রতি মাসে জাতীয় কনভেনশনের দ্বারা নির্বাচিত হত। কিন্তু কার্যত একই সদস্যরা এই সমিতির সদস্য থাকত জননিরাপত্তা সমিতি মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করত, সেনাপতিদের নিয়োগ করত, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করত। ফ্রান্সের এই সংকট মুহূর্তে সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি (Committee of General Security) নামে আরেকটি সমিতির হাতে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা, আইনশৃঙ্খলা স্থাপন, পুলিশ বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ এই সমিতি পালন করে। এই সমিতির পরিপূরক হিসাবে রাজনৈতিক অপরাধ বিচারের জন্য প্যারিসে বিপ্লবী বিচারালয় (Revolutionary Tribunal) প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্যাকোবিন শাসনের সর্বশেষ স্তম্ভ ছিল ফ্রান্সে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সহস্রাধিক স্থানীয় জ্যাকোবিন ক্লাব। এরা ছিল সন্ত্রাসের প্রাণকেন্দ্র। এই জ্যাকোবিন ক্লাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল প্যারিসের বিপ্লবী পৌর শাসনযন্ত্র যা প্যারিস কমিউন নানে পরিচিত ছিল।

১(খ).১০ সন্ত্রাসের শাসন পটভূমি ও তাৎপর্য

ফরাসি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের চিরাচরিত রীতি অনুসারে মিশেলে থেকে তেইন পর্যন্ত সব ঐতিহাসিক বিপ্লবী জনতা ও তাদের বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতাকে নানাভাবে তুলে ধরেছেন। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে ঐতিহাসিকেরা সমকালীন সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তেইন অনেকটা একই দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বিপ্লবী জনতাকে মদ্যপ মানুষের সঙ্গে তুলনা করেছেন যার বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে বাস্তব পরিস্থিতি অস্পষ্ট এবং এইরূপ দৃষ্টি বিভ্রমের ফলে সে শেষপর্যন্ত অশান্ত এবং সকল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কিন্তু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক লেফেডার আমাদের দৃষ্টিকে অনেকটা বাস্তব পরিস্থিতির কাছাকাছি এনে বিপ্লবী জনতাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার অভিমতে বিপ্লবী জনতার একটি ধারা আকস্মিক ভাবে গড়ে ওঠে। অপরটি কিছুটা সংগঠিত যা সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে না। অন্তত বাজার, চার্চ অথবা প্রাসাদের চারিদিকে যে জনতা গোষ্ঠীকে দেখা যায় তাকে অর্ধ-সংগঠিত বললে অত্যুক্তি হবে না। এক কথায় লেফেডার সংগঠিত ও অসংগঠিত দুই ধরনের বিপ্লবী জনতার কথা বলেছেন। বাস্তিল পতনের সময় ১৪ জুলাই অথবা ১০ আগস্টের যে সংঘবদ্ধ বিপ্লবী জনতার ভূমিকা লক্ষ করা যায় তাকে নিছক তাৎক্ষণিক বা স্বতঃস্ফূর্ত বলা যায় না। ঐতিহাসিক রুদে এদের সক্রিয় কর্মতৎপরতাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

এদের সামাজিক সংস্থানকে নির্ধারণ করেছেন এবং এদের রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা কিভাবে তাদের বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতাকে উদ্দীপ্ত করেছিল তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতাকে প্রাথমিকভাবে শহুরে ও গ্রামীণ এই দুই অভিধায় পৃথক করা যায়। প্যারিস মহানগরীর গণ অভ্যুত্থানের বিভিন্ন ধারার বিশদ ব্যাখ্যা লেফেডার, রুদে ও অন্যান্য গবেষকদের রচনায় পাওয়া যায়। গ্রামীণ পরিবেশে এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ ততটা সহজলভ্য নয়। শহরে বৈপ্লবিক তৎপরতায় নেপথ্যে যে ভয় ও সন্ত্রাসের পরিবেশ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল গ্রামীণ পরিবেশে বৈপ্লবিক জনতা, আরও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল যা শেষ পর্যন্ত 'মহা আতঙ্ক' নামে (Grande Peur) পরিচিতি লাভ করে। সন্ত্রাসের শাসন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ধারণা ছিল যে, বৈপ্লবিক জনতায় অভিজাত যাজক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিংসাশ্রয়ী মনোভাব অতিরঞ্জিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

বিপ্লবী জনতার সাধারণ সমর্থক হিসাবে যাদের সর্বাগ্রে নাম উচ্চারণ করা যায় তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠী যথা বেকার, গৃহহীন নানা ধরনের প্রান্তিক অপরাধী গোষ্ঠী ছাড়াও মূলত দোকানদার, ছোটখাটো কারিগর এবং অন্যান্য কায়িক শ্রমজীবী গোষ্ঠীকেই উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তী কালে যাদের সাঁক্যুলেৎ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তারা ১৭৯২ সালের পর যে সব রক্তাক্ত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের পূর্বসূরি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সংগঠিত বিপ্লবী জনতার সমর্থক হিসাবে কর্ডেলিয়ারস্ ক্লাব, জ্যাকোবিন ক্লাব এবং ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত পরিষদ প্রভৃতি রাজনৈতিক সংস্থার সহিত জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী (The National Guard) এই সকল বিপ্লবী গোষ্ঠীর প্রধান বুনিয়াদ ছিল। তবে প্যারিস মহানগরীর মধ্যে যে অসংখ্য ছোটো ছোটো পৌর বিভাগ ছিল (Section) গণ অভ্যুত্থান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এদের সক্রিয় উদ্যোগ যথেষ্ট ছিল। বৈপ্লবিক জনমত গঠনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও জননেতা মারা-র (Marat) প্রভাবও যথেষ্ট ছিল। বাস্তিলের পতন উপলক্ষে যে বৈপ্লবিক উৎসবের স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজন করা হয়েছিল তার সঙ্গে বিশিষ্ট দার্শনিক ভলটেয়ার, জননেতা মিরাব্যুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এক ধরনের গণ উন্মাদনা গুরুত্ব লাভ করেছিল। বৈপ্লবিক বাতাবরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই সকল বৈপ্লবিক আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-আশাক, প্রতিবাদী শোভাযাত্রা, জনমত সংগঠনে বিশেষ সাহায্য করেছিল। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, সন্ত্রাসের শাসন যে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অভাব জনিত এক অনিশ্চিত পরিস্থিতি ও রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের আদর্শগত টানাপোড়েনের ফলে যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল তাকে দ্বিতীয় বিপ্লব আখ্যা না দিলেও বৈপ্লবিক উদ্দীপনার চরম পরিণতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

১(খ).১১ সন্ত্রাসের শাসনের ইতিবাচক ভূমিকা

সন্ত্রাসের শাসনে লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিল, রক্তের সমুদ্র বয়ে গিয়েছিল, এই প্রচলিত ধারণা সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক নয়। যতদূর জানা যায় প্রায় ৩০,০০০ মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, আরও প্রায় ২০,০০০ বন্দি অবস্থায় মারা গিয়েছিল। ঐতিহাসিক নর্মান হ্যাম্পসন হিসেব করেছেন, তৎকালীন ফরাসি জনসংখ্যার অনুপাতে ১,০০,০০০ মানুষের মধ্যে ২৪ জন এভাবে প্রাণ দিয়েছিল, অবশ্য বিপ্লবী যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদের কথা ধরা হয়নি। যে কোনো সাধারণ বিপ্লবী যুদ্ধের তুলনায় হতাহতের এই সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। এসব সত্ত্বেও সন্ত্রাস শাসনের স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রমে বৈদেশিক যুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ সংকট সত্ত্বেও ফ্রান্সের ইতিহাসে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। তাদের প্রথম সাফল্য জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস। দ্বিতীয়ত, 'এক ও অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্র' হিসাবে ফ্রান্সের সর্বত্র ফরাসি ভাষাকে জাতীয় শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত করার নির্দেশ জারি করে। তৃতীয়ত, একটি জাতীয় আইন বিধি সংকলনের

কাজে হাত দেয়, যারা মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্র-কন্যা সকলেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। পুরুষের সঙ্গে নারীদেরও সমান সম্পত্তির অধিকার প্রদান করা হয়। ফরাসি উপনিবেশে নিগ্রোদের দাসপ্রথা রহিত করা হয়, ঋণের জন্য বন্দি করার নিয়ম বিলোপ করা হয়। এইভাবে সনাতনী আইন ব্যবস্থায় এক মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়। চতুর্থত, অর্থনৈতিক সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে মেট্রিক পদ্ধতিতে ওজন মাপা প্রথার প্রবর্তন বিশ্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে। পঞ্চমত, যাজকদের উপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার নিষেধ বহাল রাখলেও ধর্মীয় সহনশীলতার নিশ্চয়তা দান করা হয়। ষষ্ঠত, বিরাট জমিদারীগুলি ভেঙে দিয়ে কৃষকদের মধ্যে সহজ শর্তে জমি বণ্টন করা হয়। সপ্তমত, সামাজিক সাম্যের প্রতিবিধান ও ব্যক্তি মানুষের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য বিপ্লবকে সর্বস্তরে প্রবর্তন করা হয়। সর্বশেষে ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে প্রচলিত আজানুলম্বিত পোশাকের পরিবর্তে মেহনতী মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ জাতীয় পোশাক হিসাবে স্বীকৃত হয়। বিপ্লবের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ জনিত যে অবৈধ স্বৈরাচারী শাসনের ব্যাপক প্রভাব দেখা গিয়েছিল তাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। নেপোলিয়ানের স্বৈরশাসনের প্রথম পূর্বাভাস সন্ত্রাসের রাজত্বের মধ্যে অস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়।

১(খ).১২ সারাংশ

ফরাসি বিপ্লব : ঘটনা পরম্পরা (১৭৮৯-১৭৯৯)

ফরাসি বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী ঘটনার সূচনা ও সমাপিত সম্পর্কে বিতর্কের অন্ত নেই। অধ্যাপক রুদে অভিজাত বিদ্রোহকে 'বিপ্লব' না বলে বিপ্লবের পূর্বাভাস বলে মনে করেন। কারণ বিপ্লব কথাটির মধ্যে পুরাতন ব্যবস্থার যে মৌলিক পরিবর্তন বোঝায় অভিজাতদের বিরোধিতার মধ্যে সেই ধরনের কোনো ব্যাপক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাদের গোষ্ঠীস্বার্থ ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা বজায় রাখার জন্যই সংগ্রাম করেছিল।

বিপ্লবের ইতিহাসে বাস্তিল দুর্গের পতন একটি স্মরণীয় ঘটনা যা বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে প্যারিসের জনগণের রাজনৈতিক বোঝাপড়া নিষ্পন্ন করেছিল। ১৭৮৯-এর ১৪ জুলাই ছিল প্যারিসের জনগণের বিজয় প্রতীক।

পুরাতন ব্যবস্থার অবসানের জন্য (১৭ জুন) জাতীয় সভা যে শপথ নিয়েছিল তার ফলশ্রুতি সংবিধান সভা। সংবিধান সভার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে স্বৈরাচারী বুরবো রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে খর্ব করে। রাজার উপাধি হয় 'ফরাসি জাতির রাজ'। রাজার আইন রচনার ক্ষমতা আইন সভার উপর অর্পণ করা হয়। এছাড়া বিচার ব্যবস্থা ও প্রাদেশিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ রাজার হাত থেকে আইনসভার উপর বর্তায়। দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা আইন সভার উপর অর্পণ করা হয়। নাগরিকদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুই ভাগে ভাগ করে—আইনসভার প্রকৃত অধিকার মুষ্টিমেয় ধনিক নাগরিক বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমায়িত থাকে। সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তি করে ভূমিদাস প্রথা, বেগার প্রথা, সামন্ত কর, বর্গা প্রথা, ধর্ম কর, অভিজাতদের বিশেষ সুযোগ সুবিধার ও বৈষম্যমূলক আন্তঃপ্রাদেশিক কর ব্যবস্থার বিলোপ করে।

ফরাসি চার্চ ব্যবস্থার জাতীয়করণ করা হয়। প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সংবিধান সভা ফ্রান্সের মৌলিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে। ফ্রান্সের স্থিতিশীলতা খণ্ডিত করে। ১৭৮৯-৯১ সালের সংবিধান সভার কার্যাবলীর মধ্যে পুরাতন ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণির স্থলে বুর্জোয়া শ্রেণির প্রশ্নাতীত প্রাধান্যের সূচনা হয়।

ফরাসি রাজ ষোড়শ লুই ১৭৯১ সালে ঘোষণা করেছিলেন যে, সংবিধান সভার অনুমোদন বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই রাজা শুধু সিংহাসন হারাননি, তাকে শেষ পর্যন্ত গিলোটিনে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

ষোড়শ লুই ২১ জুন, ১৭৯১ সালে ফরাসি সীমান্তে ভ্যারেনের নিকট ছদ্মবেশে দেশত্যাগের চেষ্টায় ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের পতন হয়। আইনসভায় জিরোন্ডিস্ট দলের তুলনায় জ্যাকোবিন দলের জনপ্রিয়তার কারণ প্যারিসের নিম্নমধ্যবিত্ত সাঁকুল্যোৎ শ্রেণির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিপ্লবের অগ্রগতির সহিত ১৭৯২, ২০ এপ্রিল আইনসভা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ ও জনগণের সার্বভৌম অধিকারের ঘোষণা ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের নিকট বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। জিরোন্ডিস্ট দলের যুদ্ধং দেহী মনোভাব, রানী আন্তোনিয়তের হঠকারিতা ও দেশত্যাগী অভিজাত গোষ্ঠীর বিপ্লব বিরোধী কার্যকলাপ ইউরোপীয় যুদ্ধের মানসিক বাতাবরণ সৃষ্টি করে।

জাতীয় কনভেনশন একাধারে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিপ্লবের চরম অগ্নিপরীক্ষা ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় যুদ্ধের সমস্যার সম্মুখীন হয়।

সন্ত্রাসের রাজত্ব (১৭৯২-৯৪) জাতীয় কনভেনশন প্রথমে ফ্রান্সকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ সংকট ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে প্রথম কোয়ালিশনের নেতৃত্বে ফ্রান্স অভিযান এই দ্বিবিধ সংকটের বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিপ্লবী সংবিধানকে মুলতুবি রাখা হয়। ফ্রান্সের এই চরম সংকট মুহূর্তে জিরোন্ডিস্ট দলের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য সমস্যার ফলে ১৭৯৩ সালের জুলাই মাসে জ্যাকোবিন দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৩ সালে মে মাস থেকে আগস্ট মাসে জিরোন্ডিস্ট দলের প্ররোচনায় ফ্রান্সের ৮৩ ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ৬০টি ডিপার্টমেন্টে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য এক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে। গোঁড়া ক্যাথলিক যাজকেরা এই প্রতিবিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেয়। ব্রিটানীর লো-ভেন্ডিতে রাজতন্ত্র ও ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য এক শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনের সূচনা হয়। ইতিমধ্যে প্রথম কোয়ালিশনের আক্রমণে ফ্রান্সের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৭৯৩-৯৪ সালে সন্ত্রাসের শাসনের চরম সংকট মুহূর্তে এক সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী পরিষদের ১২ জন সদস্যের জননিরাপত্তা সমিতি ও সাধারণ নিরাপত্তা সমিতির যৌথ নেতৃত্বে দেশের এই অভূতপূর্ব সংকট মোকাবিলার জন্য সচেস্ট হয়। এদের পরিপূরক হিসাবে প্যারিসে বিপ্লবী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের সহস্রাধিক জ্যাকোবিন ক্লাব ছিল সন্ত্রাস শাসনের প্রাণ কেন্দ্র। প্যারিস কমিউন জ্যাকোবিন ক্লাবের সঙ্গে জড়িত ছিল।

সন্ত্রাসের শাসনে লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিল, রক্তের সমুদ্র বয়ে দিয়েছিল। এই প্রচলিত ধারণা তথ্যভিত্তিক নয়। ৩০,০০০ মানুষ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ও ২০,০০০ বন্দি অবস্থায় মারা গিয়েছিল। যে কোনো একটা যুদ্ধের তুলনায় এই হতাহতের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এসব সত্ত্বেও সন্ত্রাসের শাসনের কিছু ইতিবাচক ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, জাতীয় শিক্ষার পুনর্বিন্যাস—ফরাসি ভাষাকে জাতীয় শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নির্দেশ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, জাতীয় আইন বিধি রচনার নির্দেশ—সম্পত্তিতে পুরুষ ও নারীদের সমানাধিকার ঘোষিত হয়। নিগ্রোদের উপনিবেশে দাসপ্রথা ও ঋণের জন্য দাসত্ব নিষিদ্ধ হয়। সনাতনী আইন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন করা হয়। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মেট্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। চতুর্থত, ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতির নিশ্চয়তা দান করা হয়। পঞ্চমত, বিরাট জমিদারদের জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ষষ্ঠত, সামাজিক সাম্য ও ব্যক্তি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ব্যবস্থা হয়।

নেপোলিয়নের স্বৈর শাসনের পূর্বাভাস সন্ত্রাসের রাজত্বের মধ্যে অস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। ফরাসি বিপ্লবের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষিতে সন্ত্রাস ও বিপ্লব প্রায় সমার্থক।

ডিরেকটরি শাসন (১৭৯৫-৯৯) জাতীয় কনভেনশনের পর ডিরেকটরি শাসন শুরু হয়। ১৭৯৫ সালের সংবিধান যা বিপ্লবের ইতিহাস 'তৃতীয় বৎসরের সংবিধান' নামে পরিচিত। ইহার বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন ভোটের অধিকার হয়। সম্পত্তির

ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ ভোটের ভিত্তিতে ৫০০ জন সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদ ও ২৫০ জন সদস্য সংবলিত উচ্চতর পরিষদ নির্বাচিত হবে। তবে প্রশাসনের কর্ণধার হবে ৫ ডাইরেক্টার এদের শাসন ডিরেক্টরি শাসন নামে পরিচিতি লাভ করে।

বুর্জোয়া শ্রেণির একটি ভগ্নাংশের উপর নির্ভরশীল ও তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে ডিরেক্টরি শাসন শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেনি। গরিব জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। তবে সাম্যবাদী ব্যাবুফের বামপন্থী আন্দোলন নয়। ডিরেক্টরির বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীরা। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা সফল হয়নি। ফ্রান্সের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে তরুণ সেনানায়ক নেপোলিয়ান বোনাপার্টের একনায়কতন্ত্র স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হয়। ডেভিড টমসনের মতে, দুর্নীতিপরায়ণ ডিরেক্টরদের জন্য বিপ্লবের অপমৃত্যু ঘটেছিল। ফ্রান্সে বিপ্লবের গতি মন্দিভূত হলেও ডিরেক্টরি শাসন ইউরোপীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিল।

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দিনের তালিকা

ফরাসি বিপ্লবের ঝটিকা সংকুল গণমুখী আদর্শের রূপায়ণে এই সকল স্বতঃস্ফূর্ত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ভূমিকা ১৭৮৯-১৭৯৫ সালের উত্তাল রক্তাক্ত দিনগুলির মধ্যে ধারাবাহিকভাবে লক্ষ করা যায়। এই রকম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জুর্নে (Journee) হল—

১৭৮৯-এর ২৩ এপ্রিল—র্যাভেঈওঁ স্যাঁ মার্গরিৎ মহল্লার এক কারখানার মালিকের অসতর্ক উক্তি—'এক সময় ১৫ স্যু দিলেও চলত, আর এখন ২৫ স্যু-তেও কারিগর পাওয়া যায় না—' ফরাসি বিপ্লবের প্রথম গণ অভ্যুত্থানের সূচনা করল।

১৭৮৯' ১৪ জুলাই—বাস্তিল কারাদুর্গের পতনের গুরুত্ব রাজনৈতিকভাবে নগণ্য হলেও এর নৈতিক ফলাফল দূর প্রসারী। রাজা ষোড়শ লুই সমস্ত শুনে মন্তব্য করেন—এ যে বিদ্রোহ'। সংবাদদাতার তাৎক্ষণিক উত্তর—'না, এর নাম বিপ্লব'।

১৭৯১	ফেব্রুয়ারি	ভাঁসেন অভিযান
১৭৯১	জুলাই	শঁ দ্য মারের শোভাযাত্রা
১৭৯২	জুন	তুইলরি অভিযান
১৭৯২	১০ আগস্ট	রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ
১৭৯২	২-৪ সেপ্টেম্বর	'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড'। প্যারী শহরের নয়টি কারাগারের প্রায় ১৪০০ বন্দিকে ডিউক অব ব্রান্সউইকের গুপ্ততর সন্দেহে হত্যা করা হয়। বিপ্লব আর নৃশংসতা অনেক সময় সমার্থক।
১৭৯৩	৩১ মে-২ জুন	জিরন্দিন সদস্যদের বিতাড়ন
১৭৯৩	৪-৫ সেপ্টেম্বর	জ্যাকবিন অভ্যুত্থান ও সন্ত্রাস সৃষ্টি
১৭৯৪	২৭ জুলাই	রোবসপিয়ারের পতন
১৭৯৫	এপ্রিল ও মে	সংবিধান ও খাদ্যের দাবিতে দাঙ্গা

এই সকল তাৎক্ষণিক অভ্যুত্থানের সাফল্যের খতিয়ানের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এদের গণমুখী বৈপ্লবিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিত যা সন্ত্রাসের দিনের পটভূমি রচনা করে।

বিপ্লবী বর্ষপঞ্জী (Revolutionary Calendar) :

সন্ত্রাসের শাসনকালীন বিপ্লবী বর্ষপঞ্জী গ্রহণের কারণ ছিল সনাতন ঐতিহ্য ও আদর্শমুক্ত নতুন বিপ্লবী যাত্রার প্রতিজ্ঞা। ২১ সেপ্টেম্বর ১৭৯২ সালে রাজতন্ত্র অবসানের পরের দিন থেকে বিপ্লবী বর্ষপঞ্জী চালু হয়। এতে বছরকে ৩০ দিনের বারো মাসে ভাগ করা হয়। সাত দিনের সপ্তাহ বাতিল করে প্রতি মাসকে দশ দিনের দেকাদ-এ (Decade) নামকরণ করা হয়। বছরের অতিরিক্ত পাঁচদিন। ১৭-২১ সেপ্টেম্বর সাঁকলোতিদ নামে চিহ্নিত করা হয়। নতুন বর্ষপঞ্জীর মাসগুলো এরূপ—

ভ্যদেমিয়র	(Vendemiare)	সেপ্টেম্বর/অকটোবর	দ্রাক্ষা ফলের রস
ব্রুমের	(Brumaire)	অকটোবর/নভেম্বর	কুয়াসার মাস
ফ্রিমের	(Frimaire)	নভেম্বর/ডিসেম্বর	তুষারের মাস
নিভজ	(Nivose)	ডিসেম্বর/জানুয়ারি	হিমানীর মাস
প্লুভিয়স	(Pluviose)	জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি	বাদলের মাস
ভঁতজ	(Ventose)	ফেব্রুয়ারি/মার্চ	হাওয়ার মাস
জারমিনাল	(Germinal)	মার্চ/এপ্রিল	মুকুলের মাস
ফ্লোরেয়াল	(Floreal)	এপ্রিল/মে	ফুলের মাস
প্রেরিয়াল	(Prairal)	মে/জুন	প্রান্তরের মাস
মেসিদর	(Messidor)	জুন/জুলাই	ফসল কাটার মাস
ত্যরমিদর	(Thermidor)	জুলাই/আগস্ট	উত্তাপের মাস
ফ্রুক্তিদর	(Fructidor)	আগস্ট/সেপ্টেম্বর	ফলের মাস

১(খ).১৩ অনুশীলনী

১. ফ্রান্সের পুরাতন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন। কী অর্থে ১৭৮০-র দশকে ফ্রান্স এক বৈপ্লবিক সংকটের সম্মুখীন হল?

২. ফরাসি বিপ্লবের উন্মেষে দার্শনিক গোষ্ঠীর ভূমিকা নির্দেশ করুন।

৩. ফ্রান্সে অভিজাততান্ত্রিক বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা কর এবং এর গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

৪. ফরাসি বিপ্লবকে কোন অর্থে বুর্জোয়া বিপ্লব বলা যায়?

৫. সংবিধান সভা (১৭৮৯-৯১) ফ্রান্সে কী ধরনের ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করেছিল? এই ব্যবস্থাগুলির সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করুন।

৬. ফ্রান্সের সন্ত্রাসের শাসনের পটভূমি ও তাৎপর্য কী ছিল? তুমি কী সন্ত্রাসের শাসনের রাজত্বকে সমর্থন করুন?

৭. ডিরেকটরি শাসনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্দেশ করুন।

৮. **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

(ক) আটলান্টিক বিপ্লব কী? (খ) ফ্রান্সের কর ব্যবস্থার ত্রুটি নির্দেশ করুন। (গ) ফ্রান্সের পুরাতন ব্যবস্থার প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণ কী? (ঘ) বাস্তিল কারাদুর্গের পতনের কারণ ও তাৎপর্য কী? (ঙ) ব্যক্তি ও নাগরিকের ঘোষণা পত্রের আদর্শ

কী? (চ) জন-নিরাপত্তা সমিতি কী? (ছ) জিরোন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দলের সামাজিক ও আদর্শগত ব্যবধান কী? (জ) সন্ত্রাস শাসনের ইতিবাচক ভূমিকা কী? (ঝ) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সন্ত্রাস কী? (ঞ) 'মহাআতঙ্ক' সন্ত্রাস শাসনের কোন পরিবেশে উদ্ভূত হয়েছিল?

১(খ).১৪ গ্রন্থপঞ্জী

ফরাসি বিপ্লবের পাঠ নির্দেশিকার প্রধান বাধা—গবেষণা গ্রন্থাদির অতি প্রাচুর্য—সেই জন্য কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের উল্লেখ করা হল।

1. A. Goodwin : The French Revolution
2. Georges Lefebvre : The Coming of the French Revolution. (Translated by R.R. Palmer).
3. Georges Rude : The Revolutionary Europe (Fontana European history series)
4. Francis Furet : Revolutionery Europe (1770-1880)
5. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী—ফরাসি বিপ্লব (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জুলাই ১৯৭৯)
6. আবুল কালাম—ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৪)

একক ২(ক) ❑ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুত্থান (১৭৯৫-১৮০৭)

গঠন

২(ক).০ উদ্দেশ্য

২(ক).১ প্রস্তাবনা

২(ক).২ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুত্থান পর্ব (১৭৯৫-৯৯)

২(ক).৩ ফরাসি আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম ও নেপোলিয়ান

২(ক).৪ নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য ও ইউরোপের পুনর্গঠন

২(ক).৫ নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের স্বরূপ ও তাৎপর্য

২(ক).৬ ফরাসি শাসনের যৌক্তিকতা

২(ক).৭ ডিরেক্টরি শাসন

২(ক).৮ সারাংশ

২(ক).০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন :

- ফ্রান্সের বিপ্লবী নায়ক নেপোলিয়ানের উত্থান ও বৈপ্লবিক সংস্কার
- নেপোলিয়ান ও আধুনিক ফরাসি রাষ্ট্রের জন্ম
- নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য ও ইউরোপীয় পুনর্গঠন

২(ক).১ প্রস্তাবনা

ফরাসি বিপ্লবের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পটভূমিতে নেপোলিয়ান প্রায় দুই দশক ধরে বিপ্লবী নায়ক হিসাবে শুধু ফ্রান্স নয় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের এক বিশাল অঞ্চলের একচ্ছত্র নায়ক ছিলেন।

ডিরেক্টরি শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রথম কনসাল বৈপ্লবিক ভাবধারার উত্তরাধিকারী হিসাবে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উদার বাণীকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ নেপোলিয়ানের শাসনে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত হয়ে ইউরোপীয় বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল।

ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমানা রক্ষা করার নীতি রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। নেপোলিয়ান ১৮০৫-১৮০৭ সালের মধ্যে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে পরাজিত করে টিলসিটের সন্ধির পর

ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছোন। তিনি ইতালি, জার্মানি সহ ইউরোপে তাঁর সাম্রাজ্যের মাধ্যমে বিপ্লবকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। নেপোলিয়ান ছিলেন ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের প্রতীক।

২(ক).২ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুত্থান পর্ব (১৭৯৫-৯৯)

ফরাসি বিপ্লবের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পটভূমিতে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট প্রায় দুই দশক ধরে বিপ্লবের অন্যতম অগ্রণী নায়ক হিসাবে শুধু ফ্রান্সের ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে নয় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগেও একচ্ছত্র নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের এক সংকট মুহূর্তে ফরাসি জনগণের কাছে তার সম্মোহনী আবেদন কিছুটা চমকিত করে। কারণ এই অর্ধ ইটালীয়ান-কার্সিকান ব্যক্তি ফরাসি জনগণের এক অসাধারণ জনপ্রিয় নেতা হিসাবে চিহ্নিত হন। তার জন্ম ১৭৬৯ খ্রিঃ কার্সিকা দ্বীপের এক প্রান্তিক অভিজাত পরিবারে। তিনি অভিজাত পরিবারে জন্মের সুযোগ গ্রহণ করে ফরাসি সরকারের দাক্ষিণ্যে রাজকীয় সামরিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। ১৭৭৯-৮৪ সালে ব্রিঁয়া-র (Brienne) সামরিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলেও তার প্রথম জীবনচরিতকার স্তাঁধাল মন্তব্য করেছেন যে, তিনি পাঠ্যসূচির মধ্যে সমকালীন বুদ্ধিজীবী, হিউম, মন্টেস্কুর উদারনৈতিক চিন্তাধারার কোনো স্পর্শ পাননি। ভালোভাবে ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করলেও সামরিক পাঠক্রমের চূড়ান্ত পরীক্ষায় তিনি কোনো অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দেননি। ১৭৮৫ খ্রিঃ সামরিক বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে তিনি স্থায়ীভাবে কর্সিকা থেকে ফ্রান্সে আশ্রয় নেন। ১৭৯৩ সালের জুন মাসে জ্যাকোবিন দলের অবিসংবাদী নেতা রোবস্পিয়ারের প্রিয়পাত্র হিসাবে ফরাসি গোলন্দাজ বাহিনীর এই অজানা সেনানায়ক বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যান। ১৭৯৫ সালে থার্মিডরের অভ্যুত্থানের পর এক অভিজাত মহিলা যোশেফাইনেকে বিবাহ করে ডিরেকটরি প্রশাসনের মধ্যমণি ব্যারাসের সহযোগিতায় নেপোলিয়ান বিখ্যাত ইটালী অভিযানের সেনানায়ক হিসাবে ১৭৯৬ সালের ১০ মে লোদির যুদ্ধে অস্ট্রিয়া সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করেন ও মিলান নগরীতে ১৭৯৬ সালের মে মাসে ফরাসি সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ডিরেকটরি শাসনের ফলে ফ্রান্স অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত হয়ে নেপোলিয়ানের ইটালী অভিযানের সাময়িক গৌরবের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ডিরেকটরি প্রশাসনের অন্যতম প্রবক্তা কার্নো নেপোলিয়ানের উপর নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রাখতে ব্যর্থ হন। নেপোলিয়ানের অসাধারণ জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ নানাবিধ সংকট ও প্রশাসনিক দুর্নীতি স্বাভাবিকভাবেই নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক উত্থানকে ত্বরান্বিত করেছিল।

১৭৯৫ সালের নেপোলিয়ানের ইটালী অভিযানের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এক অগ্নিগর্ভ সংকটে পরিণত হয়। অবাধ মুদ্রাস্ফীতি একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের দুঃখ ও অভাবকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল, চোর, ডাকাত ও ভবঘুরের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল অন্যদিকে দুর্নীতিপরায়ণ কিছু বুর্জোয়ার হাতে প্রচুর অর্থসম্পদ জমেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রী ও উগ্রবামপন্থী আন্দোলনের চাপে ডিরেকটরি শাসনের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। নেপোলিয়ান সেই সুযোগ গ্রহণ করে ১৭৯৯ সালে প্রথম কনসাল ও ১৮০৪ সালে সরাসরি সম্রাট পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

নেপোলিয়ান ১৭৯৯-১৮০৪ পর্যন্ত কনসাল হিসাবে এবং ১৮০৪-১৮১৫ সাল পর্যন্ত সম্রাট হিসাবে ফ্রান্স শাসন করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষিতে শাসক হিসাবে নেপোলিয়ানের ভূমিকা ইঙ্গিত করে ইংরেজ ঐতিহাসিক ফিসার মন্তব্য করেছেন, "নেপোলিয়ানের সামরিক বিজয় ক্ষণস্থায়ী হলেও তার প্রশাসনিক সংস্কার গ্রানাইট প্রস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।" অসামরিক শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় বহু গুণের অধিকারী ছিলেন নেপোলিয়ান—কল্পনা, উদ্ভাবনা শক্তি, প্রশাসনের সকল ব্যাপারে যত্ন ও নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা ফরাসি বিপ্লবোত্তর প্রশাসনিক শূন্যতাকে দক্ষতার সঙ্গে পূরণ করেছিলেন। পুরাতন ব্যবস্থার সকল বাধা-বিপত্তি দূর করে কনসালেট প্রশাসনে তিনি ফ্রান্সের সর্বত্র এক

অসাধারণ আশা ও উদ্দীপনার বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। যার ফলশ্রুতি কেন্দ্র ও স্থানীয় প্রশাসনে ফরাসি জনগণের বাস্তব পরিস্থিতির উন্নতি বিধানে লক্ষ করা যায়। সাধারণ আইন ব্যবস্থার বাইরে কোনো সুবিধাভোগী নাগরিকদের কোনো প্রাদেশিক আইনসভা, কোনো গোষ্ঠীতে প্রতিষ্ঠান অটুট থাকল না। প্রতি ডিপার্টমেন্টে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রবক্তা হিসাবে প্রিফেক্ট অথবা পৌরসভার মেয়র সরাসরি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসকের নির্দেশ দ্বিধাহীনভাবে পালন করতেন। ডিরেকটরি শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ান নিজেকে বৈপ্লবিক ভাবধারার উত্তরাধিকারী হিসাবে উপস্থিত করেন। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের উদার বাণীকে কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনার মাধ্যমে তাকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি স্বৈরাচারী শাসক ও আধুনিক উদারনৈতিক প্রশাসনের এক বিচিত্র সংমিশ্রণে তাঁর প্রশাসন ফরাসি বিপ্লবের মৌল আদর্শের সমন্বয় ও সমীকরণের এক অনন্য সংযোজন। তার প্রশাসনিক চিন্তা-ভাবনা ও বিধি ব্যবস্থার মধ্যে আদর্শগত স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতির ফলে বিপ্লবের প্রবক্তা হিসাবে তার উজ্জ্বল ভাবমূর্তি কখনও কখনও ম্লান হয়ে গিয়েছে। তবে তা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে, ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ নেপোলিয়ানের শাসনে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে গিয়ে ইউরোপীয় বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল। ফ্রান্সে বিপ্লবের স্রোত মন্দীভূত হলেও ইউরোপে তার ঢেউ স্পর্শ করেছিল। জ্যাকোবিন দল যা করতে পারেনি নেপোলিয়ান তার সূচনা করেছিলেন।

২(ক).৩ ফরাসি আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম ও নেপোলিয়ন

নেপোলিয়ানের শাসনের প্রথম পর্ব কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ান ফ্রান্সের পুরাতন কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে এক নতুন জাতীয় রাষ্ট্রের পরিকাঠামো রচনা করেন। ষোড়শ শতক থেকে ফ্রান্সের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে বিশিষ্ট ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুইয়ের আমলে সমগ্র ইউরোপের কেন্দ্রীভূত স্বৈরতন্ত্রের আদর্শ হিসাবে নিজেকে উপস্থাপিত করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্সের কেন্দ্রীভূত স্বৈরতন্ত্রের আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদ সামন্ত প্রথা ও তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। ফ্রান্সের জাতীয় সভা ও পরবর্তীকালে নেপোলিয়ান নিরলসভাবে পরিকল্পনা মাফিক পুরাতন ব্যবস্থাকে ভেঙে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের পুনর্গঠিত করে নেপোলিয়ান অত্যন্ত সযত্নে প্রশাসনিক পরিকাঠামো আইন পরিষদ, বিচার ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, অর্থ ব্যবস্থা, শিক্ষা, আইন বিধি এমন কি চার্চ ব্যবস্থাকেও আমূল পরিবর্তন করেন। এই নবগঠিত ফরাসি জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল গণ সমর্থন যার সুদূর প্রসারী প্রভাব শুধু ফ্রান্স নয় ইউরোপের অন্যান্য দেশেও অনুকরণ সৃষ্টি করেছিল।

ফরাসি বিপ্লবের প্রথম সংকেত হিসাবে ১৭৮৯ সালে মে মাস হইতে আগস্ট মাসের মধ্যে কৃষক বিদ্রোহের চাপে সামন্ত প্রভু তাদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষক শ্রেণির উপর যে ভয়াবহ শোষণ অক্ষুণ্ণ রেখেছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ রাজতন্ত্রের তরফে দুঃস্থ কৃষক শ্রেণির সমর্থন লাভ একান্ত কাম্য ছিল।

কারণ তাদের সহজাত সমর্থন ছাড়া প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। বুরবোঁ রাজারা সামন্ত প্রভুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা খণ্ডিত করলেও তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অক্ষত রেখেছিলেন। রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের অন্যতম সহযোগী যন্ত্র হিসাবে (১৬১০-১৬৪৪) মধ্যে টেইল ১৭ মিলিয়ন হইতে ৪৪ মিলিয়ন লিভরে বর্ধিত হয়েছিল সামগ্রিকভাবে করের ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, রাজকীয় শাসন কাঠামোর ক্রমবর্ধমান আয়ন জনপ্রতিনিধিমূলক বিধি ব্যবস্থাগুলিকে খর্ব করেছিল ব্রিটেন, বার্গান্ডি, প্রভাঁস এবং ল্যাঙডকের প্রাদেশিক জনসভাগুলি প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণের ঘোরতর বাধা দিচ্ছিল। সপ্তদশ শতকে কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিকেন্দ্রীকরণের ঝোঁক এমন এক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল যা রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ খণ্ডিত করেছিল। প্রাক্ বিপ্লবী আমলে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার এক দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করেছিল

উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষক শ্রেণির উদবৃত্ত সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সামন্ততান্ত্রিক শাসকশ্রেণির সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক ফ্রাঁসোয়া ফুরের অভিমতে তৎকালীন ফরাসি রাষ্ট্র কৃষক শ্রেণির সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল। রাষ্ট্র কেন্দ্রীভূত শাসন পরিকাঠামোর মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সামন্ত প্রভূদের সহিত হাত মিলিয়ে ছিল। রাষ্ট্র কেন্দ্রীভূত শাসন পরিকাঠামোর মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্পদ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এনেছিল তাঁদের অভিজাত শিরোপা প্রদান করে অথবা উচ্চ প্রশাসনিক পদ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে দান করে। সামন্ত প্রথার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ফরাসি জাতীয় সভা ১৭৮৯ সালে ৪ আগস্ট এক অভূতপূর্ব সান্ধ্য অধিবেশনে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। সাংবিধানিক ক্ষেত্রে ১৭৮৯-৯১ সালে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ১৭৯২-৯৪ সালে গণতান্ত্রিক সাধারণ তন্ত্র, ১৭৯৫-৯৯ সালে ডিরেকটরি শাসন, কনসাল শাসন এবং নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য যা ১৭৯৯-১৮১৫ সালে নেপোলিয়ানের ব্যক্তিগত সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। পুরাতন ব্যবস্থার আংশিক পরিবর্তন জাতীয় মহাসভা ও জ্যাকোবিন সাধারণতন্ত্রের সময়ে গ্রহণ করা হলেও নেপোলিয়ানের কনসাল শাসন কালে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনের দ্রুত রূপায়ণ অবধারিত হয়ে উঠেছিল।

পুরাতন ব্যবস্থা ধ্বংস সাধনের জন্য প্রাক্-বিপ্লবী প্রশাসনিক পরিকাঠামো প্রাদেশিক স্থানীয় ও গ্রামীণ ব্যবস্থার দ্রুত পুনর্বিন্যাস একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। নেপোলিয়ানের প্রশাসনিক সংস্কারের মৌল বুনিয়াদ ছিল ১৭৯০ সালে জাতীয় মহাসভা রচিত প্রাদেশিক ও স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোর নব রূপায়ণের উপর ভিত্তি করে।

নেপোলিয়ান কনসাল ও পরবর্তী সম্রাট হিসাবে যে প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন তার মূল ভিত্তি ছিল পূর্বতন ৮৩টি উপ-প্রদেশ (Department)। এই সকল প্রশাসনিক এককের কর্মচারীরা ছিলেন নির্বাচিত নয়, তাঁরই প্রতিনিধি। ফ্রান্সের রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে এদের উদ্যোগ ছিল অনেক বেশি সুপরিকল্পিত। কেন্দ্রীয় কোষাগারে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে জন্ম, আভিজাত্য ও বিশেষ সুযোগ সুবিধাকে কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হত না। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে শ্রেণিগত ব্যবধান বিপ্লবের সময়ে লোপ পেলেও তাহা কার্যকরীভাবে নেপোলিয়ানের শাসনে রূপায়িত হয়েছিল।

জাতীয় মহাসভা ১৭৯১ সালে একটি সার্বজনীন বে-সামরিক আইন বিধি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। ১৭৯২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ চার্চের এক্তিয়ারের বহির্ভূত করা হয় এবং নতুন বিবাহ বিচ্ছেদ আইন রূপায়নের চেষ্টা হয়। নেপোলিয়ানের আইন বিধি সংগ্রহ (Code Nepolion) (১৮০৪-১৮০৬) দেওয়ানি আইন বিধি প্রক্রিয়া ও ফৌজদারির আইন বিধি প্রক্রিয়া একাধারে রোমান ও প্রচলিত লৌকিক বিধির সমন্বয় সাধন করে। ওই আইন বিধি ১৯ শতকের চিন্তা-ভাবনার ফসল বেং এর মধ্যে সমকালীন সমাজ বিপ্লবের স্ফূরণ লক্ষ করা যায়। এর বৈপ্লবিক প্রভাব আর্থ-সামাজিক বিধি ব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, যার প্রভাব শুধু ফ্রান্স নয় প্রতিবেশী বেলজিয়াম, হল্যান্ড, লুকসেমবার্গ, ও সুইজারল্যান্ডেও লক্ষ করা যায়। নেপোলিয়ানের আইন বিধির লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, বিচার ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা ও আঞ্চলিক আইন বিধির বৈচিত্র্য লোপ করে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি করা, আইনগত সমতা, ধর্মের স্বাধীনতা ও শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন করা। নেপোলিয়ান মেট্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও বৈপ্লবিক কালপঞ্জী শেষ পর্যন্ত বাতিল করেন (১৮০৬)।

নেপোলিয়ানের আইন সংস্কার প্রাক্ বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রচলিত তিনশো প্রকারের আইন বিধির জটিলতা সংশোধন করে। এর ফলে দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রচলিত রোমান আইন ও উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত আঞ্চলিক আইন বিধির বিরোধ কিছুটা হ্রাস পায়। পারিবারিক ক্ষেত্রে পিতার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নেপোলিয়ান তার রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ফরাসি কনভেনশনের ঘোষিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অধিকারের

সমতা রূপায়ন না করে তিনি স্ত্রীকে স্বামীর নিয়ন্ত্রণে থাকার পোষকতা করেন। রাষ্ট্রের স্নায়ুকেন্দ্র হিসাবে প্রশাসনে নেপোলিয়ানের অন্যতম প্রেরণা সংস্কার হল প্রশাসনের কেন্দ্রীয়করণ নীতির পোষকতা করা। তিনি বুরবোঁ রাজাদের স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসনিক ঐতিহ্যকে অচেতনভাবে গ্রহণ করেছিলেন। অপরদিকে সমকালীন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের মৌল ধারণা গণসার্বভৌমত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেননি। তিনি বার বার ঘোষণা করেছিলেন যে, তার শক্তির উৎস আংশিকভাবে অতীত এবং আংশিকভাবে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা। তাঁর এই বৈপরীত্যের ছাপ ক্যাথলিক চার্চ পুনর্গঠনে লক্ষ করা যায়।

আজন্ম করসিকা, ইটালি ও ফ্রান্সের ক্যাথলিক ধ্যান-ধারণায় লালিত হওয়ায় নেপোলিয়ান অষ্টাদশ শতকে Enlightenment আন্দোলনের মধ্যমণি ভলটেয়ারের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। জনগণের উপর ধর্মীয় প্রভাব সম্পূর্ণ উৎখাত না করে নেপোলিয়ান ক্যাথলিক চার্চকে ফরাসি সমাজ নিয়ন্ত্রণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। চার্চের প্রধান ভূমিকা ছিল আইন অনুমোদিত প্রশাসনের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য। চার্চের ঘোষিত নীতি ও শৃঙ্খলাকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। ফলে ১৮০০ সালে ক্যাথলিক চার্চের কর্ণধার পোপের সঙ্গে এক বোঝাপড়া করেন যা ইতিহাসে ১৮০১ সালের Concordat বা বোঝাপড়া নামে পরিচিত। এই চুক্তির মাধ্যমে ক্যাথলিক চার্চ ও পোপ ফরাসি সাধারণতন্ত্রকে স্বীকৃতি জানায়। ফলে ইউরোপের রাজন্যবর্গের সঙ্গে ক্যাথলিক চার্চ ও পোপের রাজনৈতিক বোঝাপড়া কঠিন হয়। এর আর একটি পরোক্ষ ফল হল দেশত্যাগী রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী অভিজাত শ্রেণির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের প্রতিবাদ তুলে ধরা। তবে ক্যাথলিক ধর্ম কেবলমাত্র ফরাসি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ধর্ম হিসাবে চিহ্নিত হল। ১৮০১ সালের ধর্মীয় আপস আধুনিক ফরাসি রাষ্ট্রের অন্যতম বুনিয়াদ হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রাক্-বিপ্লবী ফ্রান্সের সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। দীর্ঘদিনের সামরিক ও বেসামরিক অভ্যুত্থান শিক্ষার জগতে এক ব্যাপক সংকট সৃষ্টি করেছিল। ১৭৯০ সালে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলে বিপ্লবীরা এক নতুন শিক্ষার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। নেপোলিয়ানের সময় প্যারিস, সাসবুর্গ সেঁস্পেলিয়ার প্রভৃতি নগরে মেডিকেল বিদ্যালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের শিক্ষা কেন্দ্র (ইকোল পলিটেকনিক) বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ইকোল-নরমালিস, নব প্রতিষ্ঠিত কলা ও বিজ্ঞানের জন্য পৃথক জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পূরণ না করলেও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে।

ডিরেকটরি শাসনকালে ফরাসি সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে কোনো বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি কিছুটা উন্নতমানের হলেও ছাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ ছিল নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। নেপোলিয়ানের আমলে শিক্ষার পরিকাঠামোর গুণগত পরিবর্তন ঘটে। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে স্থানীয় পৌর প্রশাসন ও অভিভাবকেরা যৌথভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। মাধ্যমিক স্তরে এক ধরনের উচ্চবর্গীয় বিদ্যালয় Lycec প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলি মূলত সামরিক বিদ্যালয় হিসাবে গঠিত হলেও সাহিত্য বিজ্ঞান সমভাবে পাঠ্যসূচিতে স্থান পেয়েছিল। ১৮০৬ সালে প্যারিস মহানগরীতে এক রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় যা সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যের সকল বিভাগকে একটি সরকারি বিভাগ হিসাবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। তিনি অর্থনৈতিক সম্পদের সদব্যবহারের জন্য গবেষণার পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল স্বাদেশিকতা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, নাগরিক ও দক্ষ প্রশাসক গড়ে তোলা। নেপোলিয়ানের শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে তার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষত নারীজাতির প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ পায়। তিনি নারীজাতির প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্ত্রী ও জননীর দায়িত্ব বহন করবে এই সঙ্কীর্ণ আদর্শের পোষকতা করতেন যার অর্থ হল গৃহের অভ্যন্তরেই নারীজাতির একমাত্র আশ্রয় স্থান।

২(ক).৪ নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য ও ইউরোপের পুনর্গঠন

১৮০৩ খ্রিঃ পর্যন্ত নেপোলিয়ান ফ্রান্সের 'প্রাকৃতিক সীমারেখা' অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হলেও ফরাসি জনসাধারণের কাছে সাম্রাজ্যবাদী ভাবমূর্তিকে প্রকট করে তোলেননি। নেপোলিয়ানের চরম শত্রু ইংল্যান্ডও মনে করেছিল যে, ইউরোপে শান্তি বজায় রাখতে আগ্রহী ছিলেন নেপোলিয়ান। তবে রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ না করলেও সামরিক গৌরব ও ক্ষমতার লোভ ছিল তাঁর সহজাত। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, 'শক্তি আমার রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রেরণা, শিল্পী যেমন তার শিল্প সৃষ্টিকে ভালোবাসে আমি সেইরূপ শক্তির উপাসনাকে আমার আরাধ্য দেবী হিসাবে দেখি।' তবে নিছক ক্ষমতার লোভই নেপোলিয়ানকে সাম্রাজ্য গঠনে অনুপ্রাণিত করেনি। ঐতিহাসিক সোরেল (Sorel) ইঙ্গিত করেছেন যে, বিপ্লব চলাকালীন ফ্রান্সে প্রাকৃতিক সীমানা সুরক্ষা করার নীতি রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, 'নেপোলিয়ানের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ডের পরাজয়। নেপোলিয়ানের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ইংল্যান্ডের বিরোধিতা। নেপোলিয়ানের মূল লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের স্বার্থ রক্ষা করা।' তবে এই সকল ধ্যানধারণা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি আমিয়ান্সের (Amiens) সন্ধির দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাহা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। ১৮০৩ খ্রিঃ পর নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের নেতৃত্বে প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া তৃতীয় কোয়ালিশন গড়ে তুলল। কিন্তু ১৮০৫-১৮০৭ সালের মধ্যে নেপোলিয়ান ইউরোপের শক্তিশালী রাজ্যগুলিকে একে একে পরাজিত করেছিলেন। নেপোলিয়ানের চমকপ্রদ বিজয়ের প্রথম পদক্ষেপ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্টারলিজের যুদ্ধ (২ ডিসেম্বর, ১৮০৫)। জেনা ও অয়ারস্টাটের যুদ্ধে প্রাশিয়া পরাজিত হল। তারপর নেপোলিয়ান ১৮০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আইলাউ ও ফ্রিডল্যান্ডের যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাস্ত করেন। রাশিয়ার জার আলেকজান্ডার তার মিত্র ইংল্যান্ড ও প্রাশিয়ার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে নেপোলিয়ানের সাথে টিলসিটের সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হলেন (জুলাই, ১৮০৭) এইভাবে নেপোলিয়ান ১৮০৫ থেকে ১৮০৭ সালের মধ্যে ইউরোপের তিনটি শক্তিশালী দেশকে পরাজিত করে এবং রাশিয়াকে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ করে তার ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করেন।

নেপোলিয়ানের আকস্মিক অভ্যুত্থান ইউরোপে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। তিনি সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রকে ইচ্ছামতো পরিবর্তন করে এবং বিভিন্ন দেশের রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করে কার্যত এক নূতন ইউরোপের জন্ম দেন। নবগঠিত এই ইউরোপের মৌলিক ভিত্তি ছিল তার প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য। কারণ ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ১৮০৪ সালের পর নেপোলিয়ান সাধারণতন্ত্রের কাঠামো ধ্বংস করে তার ব্যক্তিগত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার নেপথ্যে ছিল তার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ইউরোপীয় যুদ্ধের সামরিক প্রয়োজন ও তার আরোপিত মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা। অবশ্য নেপোলিয়ান কোনো একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ছক অনুসরণ করেননি। ইউরোপের যে দুটি অঞ্চলে নেপোলিয়ানের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল তা হল ইটালী ও জার্মানি। অসংখ্য ছোটো ও বড়ো রাষ্ট্রে তখন ইটালী ও জার্মানি বিভক্ত ছিল। দুটি দেশের উপরই অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ বংশীয় রাজারা একই সঙ্গে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের রাজমুকুট পরতেন। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্য ক্রমশ এক ধূসর স্মৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। নেপোলিয়ান মধ্যযুগের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার ক্ষীণ যোগসূত্র ছিন্ন করে ইউরোপের রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের পথ প্রশস্ত করেন। অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলে ইটালীর রাজনৈতিক জগতে ব্যাপক পরিবর্তন-এর সূচনা হয়েছিল। সেই সময় ইটালী চারটি প্রধান রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত ছিল—উত্তর ইটালীর পিডমন্ট ও লম্বার্ডি,

নেপোলিয়ানের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন মধ্য ইটালীর টাস্কানী, পার্মা, মডেনা, লুক্কা, বুর্বো শাসিত দক্ষিণ ইটালীর নেপলস ও সিসিলি এবং পোপের অধীন রোম রাজ্য।

জার্মানিতে নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ আরও চমকপ্রদ। নেপোলিয়ান জার্মান রাজনৈতিক জটিলতা সরলীকরণ করতে চেয়েছিলেন। এর জন্য তিনি ১৮০৬ সালের জুলাই মাসে রাইন কনফেডারেশন গঠন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিতে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুগ্ম শক্তি খর্ব করা। রাইন সংযুক্ত রাজ্যের অন্যতম সদস্য হিসাবে ব্যাভেরিয়া, স্যাকসনী, উট্রেখবার্গ সহ আরও কয়েকটি জার্মান রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার কিছু কিছু অঞ্চল দখল করে শক্তিশালী হয়। এছাড়া হ্যানোভার, ব্রান্সউইক, হেসী-ক্যাসেল প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যাংশ নিয়ে ওয়েস্ট ফেলিয়া রাজ্য গঠন করা হল। প্রাশিয়া ও রাশিয়ার কিছু অংশ নিয়ে তিনি গঠন করলেন আরেকটি রাজ্য, যার নাম গ্রান্ডডাচি অব ওয়ারস। এর পরিচালনার ভার দেওয়া হল স্যাকসনীকে। জার্মানির রাজনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে মোট জার্মান রাষ্ট্রের সংখ্যা ৩০০টি থেকে ৩৯টি রাষ্ট্রে হ্রাস পায়।

ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও পরিবর্তন ঘটেছিল। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হল্যান্ড রাজ্য ও সুইস কনফেডারেশন। নেপোলিয়ান ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যখণ্ড পরিবর্তন করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি সেই সব রাষ্ট্রে কর্ণধার হিসাবে পূর্বতন শাসকদের অপসারিত করে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা অনুচরকে নিয়োগ করেন। এই নীতি অনুসরণ করেই তিনি তার ভাই লুইকে হল্যান্ডে, আর এক ভাই জেরোমকে ওয়েস্ট ফেলিয়ায়, নিজের সৎপুত্র ইউজিনকে লম্বার্ডিতে, আর এক ভাই যোসেফকে প্রথমে নেপলস ও পরে স্পেনের রাজা হিসাবে নিযুক্ত করেন নেপোলিয়ান নিজেকে ইটালীর রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন।

২(ক).৫ নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের স্বরূপ ও তাৎপর্য

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য সমগ্র ইউরোপে এক নবযুগের সূচনা করেছিল। অধ্যাপক ডেভিড টমসন যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'ইউরোপ কখনই তার পুরানো ব্যবস্থায় ফিরতে পারেনি। যদিও তার পতনের পর অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ব্যাপকভাবে পুরাতন ব্যবস্থার পতন হয়েছিল।' নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ সামন্ততান্ত্রিক ভৌম ব্যবস্থার অবলুপ্তি। তার সাম্রাজ্যে চার্চের সর্বগ্রাসী প্রভাব হ্রাস, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও কৃষকদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং কর ব্যবস্থাকে সুষম ও দক্ষ করা হয়। অবাধ বাণিজ্যের পথে অভ্যন্তরীণ শুল্কের বাধা অপসৃত হয়। গিল্ডগুলির বিশেষ সুযোগ সুবিধা তুলে দেওয়া হয়। প্রশাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় যোগ্য ব্যক্তির সমাদর, বংশ কৌলিন্যের চেয়ে গুরুত্ব লাভ করে। ফলে সমগ্র ইউরোপে এক মুক্তির পরিবেশ তথা আধুনিক ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত হয়। সেই সঙ্গে বৈপ্লবিক ভাবধারা ও রোমান আইনের অপূর্ব সমন্বয়ের ফলশ্রুতি কোড নেপোলিয়ান ইউরোপের সর্বত্র গ্রহণীয় হয়। ফরাসি বিপ্লব যা করতে পারেনি, নেপোলিয়ান সেই অসম্পূর্ণ কর্মসূচিকে সার্থকতার রূপ দিতে পেরেছিলেন। নেপোলিয়ান তার সাম্রাজ্যের মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপে বিপ্লবকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য ক্ষণস্থায়ী হলেও তিনি ছিলেন ইউরোপীয় বিপ্লবের প্রতীক। নিজের অজ্ঞাতসারে নেপোলিয়ান জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতিবাদের জন্ম দিয়েছিলেন। যা ইটালী, জার্মানি, পোল্যান্ড তথা সমগ্র পূর্ব ইউরোপে এক নূতন স্বাদেশিক চেতনার সৃষ্টি করেছিল। জীবনের শেষ পর্বে জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতিবাদের স্পর্শ থেকে বিচ্যুত হলেও ফরাসি বিপ্লবের উত্তরাধিকারী হিসাবে নেপোলিয়ান কিছুটা অপরিকল্পিত ও দ্বিধাগ্রস্তভাবে ইউরোপে বৈপ্লবিক মুক্তির অগ্রদূত ছিলেন।

২(ক).৬ ফরাসি শাসনের যৌক্তিকতা

ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহাসিকরা সন্ত্রাস শাসনের উত্থান-পতন-বন্ধুর অতি নাটকীয়তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করেও, এর গুরুত্বকে একেবারে নস্যাৎ করতে পারেন না। এর যৌক্তিকতা মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এর সঠিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও তার ফলশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা না করে এর উপর আলোকপাত করা সম্ভব নয়।

ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে ১৭৯৩ খ্রিঃ সদ্যোজাত ফরাসি সাধারণতন্ত্রের এক চরম সংকট মুহূর্তে যা দেশের অভ্যন্তরেও বৈদেশিক ক্ষেত্রে নিদারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল। সমগ্র দেশে গৃহযুদ্ধের এক ভয়াল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। প্যারিস কমিউনের নিরঙ্কুশ আধিপত্য ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশকে বিক্ষুব্ধ করেছিল এবং লিয়ঁ মার্সেই, বোর্দো এবং নান্তেস প্রভৃতি বহু নগরী বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবের ধ্বজা উত্তোলন করেছিল। এই সকল নগরী মনে করত অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট থেকে প্যারিস অধিক ক্ষমতা ভোগ করতে পারে না। এছাড়া ধর্মীয় বিরোধ থেকেই গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। ফ্রান্সের ব্রিটানী অঞ্চলের স্বল্প পরিচিত লা-ভেন্ডিতে কৃষকশ্রেণী বিদ্রোহ করেছিল। লা-ভেন্ডিতে কৃষক অভ্যুত্থান একদিকে ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অপরদিকে রাজতন্ত্রে পুনরুজ্জীবনের জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ফ্রান্সের বাইরে ফরাসি সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক বিশাল ইউরোপীয় শক্তিগোষ্ঠী জোট বেঁধে ছিল।

জাতীয় কনভেনশনের সদস্যবৃন্দ দেশের এই অভূতপূর্ব সংকটের মোকাবিলা করার জন্য এক আপৎকালীন একনায়কতন্ত্র পত্তনের মাধ্যমে দেশের ঐক্য সংহতি রক্ষা ও দেশের মাটি থেকে বৈদেশিক অভিযান হঠিয়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ হয়। সমকালীন জনপ্রিয় নেতা মারা (Marat) মন্তব্য করেছিলেন যে, 'আমরা স্বাধীনতার জন্য এক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব যাহা রাজন্যবর্গের স্বৈরতন্ত্রকে ধ্বংস করবে।' সন্ত্রাস প্রশাসনের তিন ধরনের কর্মসূচি লক্ষ করা যায়। রাজতন্ত্র ও প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, অর্থনৈতিক সন্ত্রাস, খাদ্যের মজুতদার ও মুদ্রার অসৎ কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে এবং খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মীয় সন্ত্রাস।

ফরাসি বিপ্লবের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষিতে সন্ত্রাস ও বিপ্লব প্রায় সমার্থক। সন্ত্রাসের ইতিবাচক দিকগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এর মূল্যায়ন সঠিক নয়। দেশত্যাগী সামন্ত প্রভুদের জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন ও সামন্ততান্ত্রিক দায় দায়িত্ব থেকে মুক্তি দান করা হয়। মজুতদার ও মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিপ্লবীরা মেহনতী মানুষদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছিল। অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনে অনেক কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। ব্যাবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি হয়েছিল। কারিগরী শিক্ষা, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা, এমনকি উপনিবেশ গুলিতে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ করা হয়েছিল। ওজন, মাপ ও মুদ্রায় দশমিক ব্যবস্থা চালু করেছিল। তবে খ্রিস্ট ধর্ম বিলোপের জন্য নতুন ধর্মমত এবং বৈপ্লবিক বর্ষপঞ্জী জনপ্রিয় হয়নি। সুতরাং সন্ত্রাসের শাসনের অমানবিক নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার সত্ত্বেও এর কিছু গঠনমূলক দিকও ছিল।

ফ্রান্সে সন্ত্রাস শাসনের নেপথ্যে রয়েছে বৈপ্লবিক ঘটনা ধারার অমোঘ গতি এবং সন্ত্রাস ব্যতিরেকে ফরাসি বিপ্লবকে রক্ষা করা যেত না। সন্ত্রাস বিপ্লবকে রক্ষা করে। সন্ত্রাস ফ্রান্সের ঐক্যকে রক্ষা করে প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করে ও ফ্রান্সে বৈদেশিক অভিযানকে প্রতিহত করে। তবে দেশের সংকট অতিক্রম হওয়ার পরেও বিপ্লবী নেতা রোবসপিয়ার ফ্রান্সে সন্ত্রাস অক্ষুণ্ণ রাখেন। কারণ তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ ছিল নৈতিক উৎকর্ষের রাজত্ব (Reign of Virtue) প্রতিষ্ঠা। ফ্রান্সের অধিকাংশ জনগণ তার হিংস্র, চরমপন্থী মনোভাবের জন্য বিপ্লব সম্পর্কে ক্লান্ত ও উদাসীন হয়ে পড়েছিল। ফলে বৈদেশিক অভিযানের আশঙ্কা হ্রাস পেল এবং অভ্যন্তরীণ সংকট লুপ্ত হল তখন সন্ত্রাসের যৌক্তিকতার শেষ হল।

বহু ঐতিহাসিক অহেতুক রক্তপাতের জন্য সন্ত্রাসের রাজত্বের কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু সন্ত্রাসের হিংস্র মনোভাবের জন্য নিন্দা করলে সন্ত্রাসের ইতিবাচক দিকগুলিকে উপেক্ষা করা হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক সন্ত্রাসকে এক দুর্ভাগ্যপূর্ণ দুঃস্বপ্ন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে, সন্ত্রাসের রক্তপাতের বিষয়টি অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু বিপ্লবের সংকট মুহূর্তে ফ্রান্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সন্ত্রাসের দ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ইংরাজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স 'এ টেল অব টু সিটিজ'-এ বিপ্লবকালীন প্যারিস নগরীর যে চিত্র উপস্থাপনা করেছেন তা আদৌ ইতিহাসসম্মত নয়।

সন্ত্রাসের শাসনে জাতীয় কনভেনশন বহু ইতিবাচক সংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণ করেছিল। সরকারি সন্ত্রাস প্রধানত ১৭৯৩ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বৈপ্লবিক বিচারালয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছিল। এই বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজতন্ত্রী ষড়যন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিদ্রোহের বিরুদ্ধে যা প্যারিস কমিউনের সাঁকুল্যোৎ গোষ্ঠীর সন্দেহ নিরসন ও জন নিরাপত্তা পরিষদের জঙ্গী শাসনের সাম্য ও বৈপ্লবিক আদর্শের সাফল্য ঘোষণা করা। সাঁকুল্যোৎ গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার ফলে বৈপ্লবিক সরকার সর্বোচ্চ আইন দ্বারা মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অভিযোগকে গুরুত্ব দেয়।

সন্ত্রাস প্রয়োজনীয় হলেও সন্ত্রাসকালীন যে অহেতুক রক্তপাত ও ভয়াবহ উচ্ছৃঙ্খলতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার কোনো যৌক্তিকতা নেই। প্যারিস নগরীতে বৈপ্লবিক বিচারালয় মোট ২৬৩৯ জন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল এবং বিপ্লবী পরিষদ ১৭,০০০ জন মানুষকে হত্যা করেছিল। এছাড়া নির্বিচারে প্রাণদণ্ডের বলি হিসাবে ৪০,০০০ আরও মানুষ সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে আদৌ অপরাধী ছিল না। প্যারিসের বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে নিরীহ মানুষের অকারণ রক্তপাত ঘটেছিল—যার উদ্যোক্তা ছিলেন কনভেনশনের প্রেরিত জননিরাপত্তা পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা। ক্যারিয়ের নামে জনৈক জ্যাকবিন নেতার নির্দেশে লিঁয় শহরের বিদ্রোহীদের পাইকারিভাবে লয়ার নদীর জলে হত্যা করার ফলে মৃতদেহ পচে নদীর জল কলুষিত হয়।

সন্ত্রাসের শাসনের সবচেয়ে ভীতিপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল, চরমপন্থী বিপ্লবী গোষ্ঠীর আদর্শগত বিরোধ তথা অন্তর্ঘাতের অনিবার্য পরিণতি বহু মানুষের অহেতুক প্রাণনাশ হয়। জিরেন্দিন নেতা দাঁতো, মাদাম, রোঁলা প্রমুখ বহু জননেতা সম্পূর্ণ অকারণে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁরা অন্যান্য বিপ্লবীদের থেকে স্বাদেশিক চেতনায় কম উদ্বুদ্ধ ছিলেন না অথবা বিপ্লবী আদর্শের বিরোধী ছিলেন না। তাদের একমাত্র অপরাধ তাঁরা ক্ষমতালোভী জ্যাকোবিন নেতাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুগামী ছিলেন না। সন্ত্রাস শ্রেণি যুদ্ধের হাতিয়ার ছিল না। ঐতিহাসিক লেফেভর ও কোবানের মতে, গিলোটিনে যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদের শতকরা ৮৫ জনই তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত যাজক ও অভিজাতদের মধ্যে যথাক্রমে ৬.৫ ও ৮.৫ শতাংশ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। ডেভিড টমসনের মতে, সন্ত্রাসে যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদের শতকরা ৭০ জন ছিল কৃষক ও সাঁকুল্যোৎ গোষ্ঠীর মানুষ।

তবু সন্ত্রাসের শাসনের ভয়াবহতা নিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলাও অনুচিত। এর ফলে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়েছিল বলে মনে করার কারণ নেই। বাস্তিল দুর্গের পতনের সময় থেকেই ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ অশান্তি ও হিংসাশ্রয়ী ঘটনার সঙ্গে অনেকটা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। সুতরাং সন্ত্রাস তাদের কাছে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। তবে সন্ত্রাসের শাসন সম্ভব হয়েছিল। কারণ তার পূর্বেকার সকল পরিচিত সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সন্ত্রাসের স্বপক্ষে বলা যেতে পারে যে, ইহা বিপ্লব ও সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করেছিল। সন্ত্রাস ১৭৯৪ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তারপর ওই স্বৈরাচারী শাসন যখন রোবসপিয়ারের একক শাসনে রূপান্তরিত হয় তখন সন্ত্রাস শাসনের সকল যৌক্তিকতা নিঃশেষিত হয়েছিল।